*Pratidhwani the Echo*
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-VIII, Issue-II, October 2019, Page No. 51-58*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পে নারীসমাজ

**চিরঞ্জিত মান্ডি**
*গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজবাটি, বর্ধমান*

***Abstract***

*This paper discuses by the short stories of women and society of Ramapad Chowdhury, one of the most prolific writers of Bengali literature in the fourties of the twentieth century. Romapada Chowdhury er 'chotogolpe narisomaj' the character of woman in all three levels of upper class, middle class, tribal society here is picture of how their woman have changed over time.*

***Keywords: Romapada, Fiction, woman, somaj, monon, somoi.***

সাহিত্যে সমাজচেতনা, ইতিহাসচেতনা, মৃত্যুচেতনা,ও প্রকৃতিচেতনার পাশাপাশি যে বিষয়টি আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের আকৃষ্ট করেছে তা হল নারীচেতনা। বিশশতকের চল্লিশের দশকের কথাশিল্পী রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প তার ব্যতিক্রম নয়। রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যে আগমন ঘটে এক অশান্ত সময়ের প্রেক্ষাপটে।এই সংকটের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তাঁর লেখনীতে আমরা পেয়েছি অসংখ্য উপন্যাস ও ছোটগল্প। তিনি নারী মনের সুদক্ষচিত্রকর। পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি তাঁর ছোটগল্পে নারীচরিত্রগুলি সুন্দর রূপ পেয়েছে। নারীর চিরাচরিত তিন রূপেই অর্থাৎ কন্যা, জায়া, জননী হিসাবেই নারীকে দেখেছেন তিনি। সেই নারীরা আধুনিক মনন ও হৃদয়ে বিশ্বাসী। তিনি অতিআধুনিক নারীমনের অপার অসীম রহস্য সূক্ষ্মতা ও গভীরতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সময় প্রেক্ষাপট বদলের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ও নাগরিক পরিবেশে নারীমন কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তারই নানান পরীক্ষা নিরিক্ষা তাঁর গল্পে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতই নারীরা সক্রিয় ও গতিশীল। গল্পের সূচনা থেকে সমাপ্তি পযন্ত নারীকেন্দ্রিক এক অসীম সক্রিয়তার বীজ উপ্ত হয় নারী প্রধান ছোটগল্পগুলির মধ্যে। তাঁর ছোটগল্পে উচ্চবিত্ত,মধ্যবিত্ত,আদিবাসি এই তিন শ্রেণির নারীরা ভিড় করেছে।তার গল্পে নারীর কোন একক রূপ গঠিত হয়নি, নারীর বহুমাত্রিক রূপ প্রকাশিত হয়েছে।নারীসমাজের মূল্যবোধ ও শারীরিক আকর্ষণ উভয় ক্ষেত্রয় আসীন তাঁর ছোটগল্পে।আমরা এই নিবন্ধে রমাপদ চৌধুরীর নারীর এই তিন রূপকেই অঙ্কন করেছি।

**মধ্যবিত্ত সমাজের নারী:** রমাপদ চৌধুরী মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনের একনিষ্ঠ কথাকার।১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পযন্ত সময়ের প্রেক্ষাপটে বদলে যাওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীচেতনার এক অখণ্ড দলিল পাওয়া যেতে পারে তাঁর গল্প। আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজে পাশ্চাত্য প্রেমের গৌণতা,বাৎসল্য প্রেমের স্থিতি তিনি লক্ষ্য করেছেন।

'উদয়াস্ত' ১৩৫০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।গল্পে ছোটগল্পকার দেখিয়েছেন সময় অবকাশহীন মধ্যবিত্ত জীবনে বৈচিত্র্যহীন নরনারী সম্পর্কের মধ্যে ক্লান্তি বয়ে আনে, ফলে দ্বিতীয় বিকল্প হিসাবে নারী সন্তান বাৎসল্যে

অভিনিবেশ করে থাকে। এই গল্পে বিষ্ণুরামের স্ত্রী সাবিত্রী মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত নারীর এই দিকটি ফুটে উঠেছে। দাম্পত্য জীবনে যৌনাকর্ষণ অপেক্ষা সাংসারিক দায়িত্ব পালনেই তৎপর মধ্যবিত্ত নারীরা।

> *"'আঁচল দিয়ে কেটলিটা ধরে সাবিত্রী সেটা সশব্দে মেঝেতে নামিয়ে রাখে। ঢাকনিটা খুলে একমুঠো চায়ের বলে, কি হল কি, সকাল থেকে খিঁটিয়ে রয়েছ যে? বিষ্ণুরাম বলে সে জ্ঞান কি তোমার আছে। শিবুকে রিলিভ করতে হবে না? ওঃ প্রাণ গলে গেল শিবুর দুঃখে আর আমি যে রাত ভোর ঘুমতে পাই না, সেটা আর খেয়াল হল না, না? আমার বেলায় ভোর চারটেয় চা চাই।"*

> *"'বিষ্ণুরাম আশ্চর্য হয়ে বলে, তুমি আবার রাত্রিতে ঘুমতে পাওনা? তা আর জানবে কি করে, ষাঁড়ের মতো নাক ডাকিয়ে ঘুমই, মনে করো সবাই তোমার মতো ঘুমুতে পায়, বলি রাত্তিতে তিনবার করে কাঁথা বদলানো, গৌতম, গোরাকে নিয়ে কল ঘরে দাঁড়ানো এ সব কি তুমি করো?"*

এত কষ্টেরও পরও ঠিক চারটেয় উঠে স্বামীর কর্তব্য পালন করা, এমনকি পোশাক এনে দেওয়ার মানসিকতায় মধ্যবিত্ত নারীর সহনশীলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে সাবিত্রীর মধ্যে। দরিদ্র সংসারের পরিচলনার ক্ষেত্রে স্বামী সন্তানদের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠা থাকলেও দিনের পর দিন উপেক্ষিত যৌনজীবন অতিপ্ত থেকে যায়। অবশ্য তার জন্য নারী দুঃখ নেই, কেননা তাঁর ভালবাসায় ফসল তাঁর সন্তান প্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই যখন বিষ্ণুরাম প্রগাঢ় আগ্রহে সাবিত্রীকে বুকের কাছে টেনে নেয়, সাবিত্রীর মুখটা ঘুরিয়ে ধরে তার নিজের মুখে দিকে। সাবিত্রীও মুহূর্তের জন্য নিজেকে ছেড়ে দেয় স্বামীর হাতে; পরক্ষনেই বিষ্ণুরামের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে,

> *"বলে লজ্জা করে না তোমার। বুড়ো হতে চললে এখনও ওইসব।"*

এ আসলে দীর্ঘ অপেক্ষার পর নারীর অভিব্যক্তি, কেননা, যখন সে এ সব দেহমিলন আকাঙ্খা করত তখন বিষ্ণুরাম নাইট ডিউটি করতে হত স্টেশনে। আজ আর তার কামনা নেই। এক শান্ত সংসারের জীবনটা তার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে। গল্পে এভাবেই নারীর স্বাতন্ত্র দেখেয়েছেন গল্পকার।

'বনবাতাস' ১৩৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।এই ছোটগল্পে আরতিদেবীর চরিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত নারীর এক বিচিত্র মানসিকতাকে দেখয়েছেন লেখক। স্বামীর স্ত্রীর বিবাহিত জীবন পালন করলেও স্বামীকে ভালবাসার কৃত্রিম অভিনয় করে আরতিদেবী,অথচ নিঃশর্ত নিখাদ ভালোবাসায় পবিত্র সম্পর্ক গড়ে তোলেনা সে। আরতিদেবীর কথায়—

> *"একান্ত একা।প্রেম, ভালোবাসা? ভালো নাইবা বাসলেন মনোতোষকে।অভ্যাসের অভিসারে নিজের ব্যথিত জীবনকে রসিয়ে তুলতে তো পেরেছিলেন।তা ছাড়া আনন্দও ছিলো।একটা অদ্ভুত আনন্দ। আত্মগর্বের জয় সঙ্কেত। ভালো না বাসার গর্ব ছিলো নিজের মনে। ভালোবাসা পাওয়ার ছদ্ববেশ দেখাতে পারতেন বাইরের জগতকে। অকল্পেয় সুখের মুখোস ছিলো মুখে। আশ্চর্য খুশির আমেজ, হোক ভান।"*

অন্যদিকে আবার সেই নারীই অন্যের দাম্পত্য জীবনের সুখে ঈর্ষা করে। নিজের পুত্রবধুকেও সে আপন ভাবতে পারেনা।

> *'আরতিদেবী অনুকে আর আপন ভাবত পারে না তার মনে হয় সুস্মিতা-সুস্মি অসহ্য। যেন জাতবৈরি।'*

ওদের, উল্লাস আমুদে-আল্লাদে আপনমনে বিষ ঢুকিয়ে দেয় নিজের মনে, মনকে বিষিয়ে তোলে। এই সুখাতিশয্যার পরিপাস্ব শোকাতর করে তুলেছে তাকে।

> *"অসহ্য। রাত বেড়ে চলেছে, এখনো ফেরবার নাম নেই ওদের।"*

এইভাবে দিনরাত অনু আর সুস্মিকে আমোদ মশগুল হয়ে থাকতে দেখলে গা জ্বলে যায় আরতিদেবীর। এদের মধ্যে সামান্য একটু ব্যবধান আনতে পারলেও সে মনে মনে খুশি হয়ে ওঠে।

> *"তোমার তো আর হইহই করলে চলবেনা বাবা অনেকদিন তো হয়ে গেল উনি মারা গেছেন।এবার তোমাকে সব দেখতে হবে শুনতে হবে।"*

লেখক গল্পে দেখিয়েছেন রমণীর গুনে যেমন সংসার গড়ে ওঠে, তেমনি তার ঈর্ষা ও হিংসায় ভেঙ্গেও যায়। মধ্যবিত্ত নারীর এ এক রহস্যময়ি রূপ গল্পে আরতিদেবী চরিত্রের মধ্য দিয়ে অঙ্কন করেছেন গল্পকার।

'শিশুমেধ' ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।এই ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত নারীর চারিত্রিক শৈথিল্য ও নৈতিক অধঃপতনের দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন সুশীলার মধ্যদিয়ে।সুশীলার কথায় তার মধ্য দিয়ে সহজেই অনুধাবন করা যায়।

> *"ভালো তোমাকে আমি কোনদিনই বাসিনী।আজ সাত বছর ধরে দায়ে পরে ভালোবাসার অভিনয় করতে হয়েছে।"*

আবার মধ্যবিত্ত নারী তার স্বামীর অবর্তমানে অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্মন্ধ পাতাতেও দ্বিধা করে না। এবং গর্ভবতী হয়ে পড়লে গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করতেও সংশয় বোধ করে না।এইরকম জঘন্য কাজ সহজেই করে ফেলে।

> *"সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনে যে লজ্জা আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে, তার থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো।"*

আবার কখনো অর্থের জঘন্য লোপ দেখিয়ে নিজের পাপের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চেয়েছে যেমনটা করেছে সুশীলা।

> *"টাকা টাকা টাকা। অজস্র টাকা, যা তুমি সারা জীবনেও রোজগার করতে পারবে না।*
> *নীতি, ধর্ম, সমাজ, সংসার।*
> *টাকা, টাকা, টাকা, রানীবাঁধের বধুরানী আমি, টাকার অভাব হয় না যার কোনোদিন।"*

এই গল্পে মধ্যবিত্ত নারীর পাপকার্যের দিকটি উল্লেখিত হয়েছে।

'স্বর্ণমরীচ' ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।এই গল্পের মুলনারী চরিত্র বাসনা, যার সমাজের চাপে বৃদ্ধ স্বামী বিশ্বনাথের সঙ্গে বিবাহ হয়। কিন্তু স্বামী বৃদ্ধ হওয়ায় তাকে ভালবাসতে পারেনি বাসনা। কেননা, এক উদ্ভিন্ন যৌবনা নারীর জয় করার কোন শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা ছিলনা স্বামীর। সে জন্য ভালোবেসেছিল এক যুবককে। একদিন বাসনা তার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু অলঙ্কার প্রীতির কাছে মুহূর্তে উবে গেছে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা, যৌবন, স্বামী, প্রেমিক সবকিছু এমনকি নিজেকে অস্বীকার করে কেবল অলঙ্কারের কাছে বন্দিনী থাকতে চেয়েছে।

> *"দুধের মতো সাদা জর্জেট্ট। লাল বেনারসি। অ্যামেথিস্টের আজ রেশমি ব্যোম ব্যবহারের গায়ে।*
> *নীলার আক্রু দিয়ে রাঙ্গানো নীলাম্বরী।চম্পাবরন কড়িয়াল। প্রত্যেকটির স্পর্শ নেয় বাসনা।*
> *ত্বরিত হাতে খুলে ফেলে তার ভাঁজ, মেলে ধরে উজ্জ্বল আলোকের সামনে।"*
> *"কাঁচের আলমারিটার দিকে ফিরে তাকায় বাসনা। উন্মাদনা নেচে ওঠে তার সুরাক্ত শোণিতে।*
> *অজস্র রত্নালঙ্কারের উজ্জ্বল ঝলসানি। আইভরির হাঁসুলি, প্ল্যাটিনামের দুল। হীরের কণ্ঠহার,*
> *মুক্তোর সিঁথি, প্রবালের মালা, সোনার কঙ্কণ।"*

এখানে মধ্যবিত্ত নারীর বিশ্বাসঘাতকতা, অলঙ্কার লোভীমন নৈতিক অবক্ষয়ের চিহ্ন বহন করেছে। স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অবৈধ প্রেমিককে ভালোবেসেছে সে। আবার অলঙ্কারকে ভালোবেসে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে প্রেমিকের সঙ্গে।

> *"না, এর একটা ফেলে যেতে ইচ্ছে হয় না। না না, এ সব ফেলে যেতে পারবেনা সে। এ সব ফেলে যেতে পারবেনা। এত ঐশ্বর্য তার। এর একক সম্রাজ্ঞি সে।"*

এক আধুনিক নারীর জটিল মানসিকতাকে বাসনার চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন গল্পকার।

'অঙ্গপালি' ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পে মাতৃস্নেহ ও সংস্কার এই বিপরীত দ্বন্দ্বিত মায়ের চিরাচরিত মূর্তি সার্থক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের সময় হারিয়ে যাওয়া মেয়ের জন্য দীর্ঘ হাহাকার করেছে ও অশ্রুজলে অপ্রেক্ষা করেছে মা, কিন্তু একদিন যখন সত্যিই ফিরেছে সেই মেয়ে, তখন সংস্কারের চাপে গ্রহণ করতে পারেনি তাকে। মাতৃত্ব বড় হলেও সংস্কারকে তা অতিক্রম করতে পারেনি।

> *"মা বললে, কোলে মানুষ করেছি বলে তো আর আমাদের ছেলে নয় বাপু।"*

চল্লিশের দশকের আধুনিক সময়েও সমাজের যে সংস্কার তা ত্যাগ করতে পারেনি সাধারন মানুষ এই তারই প্রমাণ। 'তমোগাহন' ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ছোটগল্পে এক মাতৃকামী সেবাপরায়ন নারীর অপরূপ ছবি অঙ্কিত হয়েছে। গল্পে আমরা দেখি বিধবা রাঙি নিজ সন্তান কামনায় কাতর হয়ে নিজ মাতৃত্বকেই সাদর স্বীবৃত্তি জানিয়েছে।সে অকৃপণ সেবা পরিচর্যার সাহায্যে গণপ্রহরে মৃতপ্রায় কুৎসিতরূপী ঘটক অকৃতদার শ্যামসুন্দরকে পরম মমতায় সুস্থ করে তোলে। বৈধব্য জীবন সন্তান কামনার নেশায় বিভোর নিঃসন্তান রাঙি একরাতে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ দেহালাপে রত হয়েছে। নিজ স্বেচ্ছায় সতীত্বকে বিসর্জন দিয়েও আবার সে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে স্বেচ্ছায় দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। আবার দীর্ঘদিন পরে শ্যামসুন্দরের ঔরসে জন্ম নেওয়া নিজ সন্তানকে পিতা হিসাবে শ্যামসুন্দরকে পরিচিতি দিয়েছে। রাঙি এক অনন্য ও জটিল নারী মানসিকতা হলেও মাতৃত্ব যে নারীর পূর্ণতা সৃষ্টি করে সেই মাতৃত্বের চাহিদাই এখানে বড় হয়ে উঠেছে রাঙির মধ্য দিয়ে। গল্পে গল্পকার সবকিছুকে ভেঙ্গে নারীর মাতৃত্বের স্নিগ্ধ সম্মন্ধ মূর্তকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন রাঙি নারীটি চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে।

**উচ্চবিত্ত সমাজের নারী:** উচ্চবিত্ত শ্রেণির নারী চরিত্র অঙ্কনেও অসাধারন পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন রমাপদ চৌধুরী। তাঁর এই পর্যায়ের দু একটি গল্পে তার অসাধারণ রূপ লক্ষিত হয়। যেমন বলা যায়-

'রুমাবাঈ' গল্পটি ১৩৬০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পে ব্যবসায়ী উচ্চবিত্ত নারী রুমাবাঈর এক বেদনাবহ জীবন সমাপ্তির ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। গল্পে গল্পকার দেখিয়েছেন উচ্চবিত্ত ধনী সমাজে কোন কিছুরই অভাব থাকেনা, একমাত্র অভাব দাম্পত্য প্রেম। অসাধারন সুন্দরি রূপসী রুমাবাঈর সঙ্গে বিয়ে হয় মিঃ রায়ের, কিন্তু তার সঙ্গে প্রকৃত দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি রুমাবাঈর। মদ্যপান করা ও পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা এই ছিল রুমাবাঈর নেশা। এখানে গল্পকার দেখিয়েছেন যে উচ্চবিত্ত সমাজ পরিবারের নারীর আর্থিক স্বচ্ছলতা ও আভিজাত্য থাকলেও তাদের জীবনে গভীর প্রেম নেই, তাই তারা স্বার্থপর হয়ে ওঠে মারাত্মক ভাবে। সেই অতিপ্ত প্রেমই তাদের বেদনা জাগায় সেই দিকটি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে গল্পে।

**আদিবাসি সমাজের নারী:** মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির নারী চরিত্রের পাশাপাশি আদিবাসি নারী চরিত্র সৃষ্টিতে গল্পকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমকালীন অনন্য কথাশিল্পী মহাশ্বেতাদেবীর ন্যায় বিপুল ও ঘনিষ্ঠ ভাবে আদিবাসি রমণীর চরিত্র না আঁকতে পারলেও সূক্ষ্মতা, পর্যবেক্ষণ শক্তির গাঢ়তায় এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বিশ্লেষণে রমাপদ চৌধুরীর আদিবাসি নারীরা যথেষ্ট শক্তিশালী। কর্মসূত্রে তিনি মেদেনীপুর,বিহারের সিংভুম অঞ্চলে প্রায়ই যেতেন, ফলে সেখানকার আদিবাসি সমাজ রমণীদের অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল তাঁর।

আবার শহরের রাজপথে সভ্য সমাজের মাঝে উদ্দস্ত আদিবাসি রমণীর অবস্থাও তিনি দেখেছিলেন। তাঁর এই শ্রেণির গল্পগুলি হল। -

'ইমলী', 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী', 'রেবেকা সোরেনের কবর', 'ঝুমরা বিবির মেলা', 'নারীরত্ন', 'সুর্মা,' 'মানুষে মানুষে গল্প', প্রভৃতি এই শ্রেণির গল্পগুলিতে নারীর বহুমুখী চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন বলা যায়—

'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। রমাপদ চৌধুরী এই গল্পে আদিবাসী রমণী সুরমনির মধ্য দিয়ে অকৃত্রিম সেবাপরায়ণতা, অন্ধপিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে, অন্যদিকে পুরাতন সংস্কারের প্রতি অনাস্থার দিকটি অঙ্কন করেছেন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে।প্রখর দারিদ্রের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করেও প্রেম ও কামনার রক্তিম আলোকে উজ্জ্বল সুরমনি নারী চরিত্রটি গল্পকারের অতলনীয়। অন্ধপিতা লাটুয়া ওঝার একমাত্র সন্তান সুরমনি। সুরমনি আদিবাসি সমাজের নারী হলেও পিতার সংস্কারকে বিশ্বাস করেনি। একসময় ওঝা লাটুয়া ভাল্লুকের আক্রমনে অন্ধ হয়ে গেলে, অন্ধ পঙ্গু পিতা যাতে দুঃখ না পায় তার জন্য সুরমনি পিতার বিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়েছে।,এদিক দিয়ে সুরমনির মধ্য দিয়ে গল্পকার আধুনিক মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

> *"বুড়ো বাপ দুঃখ পাবে বলে আজে বাজে যা পেয়েছে ঘাস পাতা শিকড় নিয়ে এসে কৌটোগুলোয় সাজিয়ে রেখেছে সুরমনি।"*

সুরমনি সংসারের ভরণপোষণের জন্য চাষ করেছে। আবার হিংস্রজন্তুর দংশনে আক্রমনে মানুষকে সে ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দিয়েছে।

> *"তুই ডাক্তারের কাছে যা বাবু, ডাক্তারের কাছে যা ই দাওয়াতে কাম হবেক নাই তুর। কাম হবে না তুয়ার, ই দাওয়ায় মিছা বটে।"*

একদিকে কোমল সরল, অন্যদিকে কৃতজ্ঞ সুরমনি আদর্শ নারী চরিত্র। গ্রামীণ রমণীর কোমলতা ও নম্রতা তার মধ্যে বর্তমান। চল্লিশেরদশকের অশান্ত সময়ে মধ্যবিত্ত সমাজ পরিবার যেমন বদলে গিয়েছিল আদিবাসি সমাজেও তার স্পর্শ এড়িয়ে যেতে পারেনি। তার মধ্যে শ্রদ্ধা,দয়া,প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি মানবিক বোধগুলি সার্থক প্রকাশিত হয়েছে।

'ইমলী' গল্পটির প্রকাশসাল ১৩৬০ বঙ্গাব্দে। এই গল্পে গল্পকার ইমলী নারী চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে আদিবাসী ভবঘুরে রমণীদের স্বপ্ন দেখা ও শরতের মেঘের মতো জীবনে প্রেমের আসা যাওয়া দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে শহরে মধু বিক্রি করতে এসে কিভাবে আধুনিক সভ্য সমাজের দুষ্টু চক্রে নিঃশেষ হয়ে যায় একজন নারী তার মর্মান্তিক ছবি নির্মিত হয়েছে গল্পে। দরিদ্র, লাঞ্চিত, অনাত্মীয়, অপরিচিত পরিবেশে ইমলী একমাত্র আশ্রয় মনে করে বাসনওয়ালা ফালসার সঙ্গে প্রেম করে, কিন্তু একসময় আধুনিক সভ্য সমাজের চাপে ফালসাকে চলে যেতে হয়। ফলে দুজনের চিরবিচ্ছেদ ঘটে যায়, এবং ইমলীর জীবনে নেমে আসে ভয়ঙ্কর অন্ধকার। এখানে আদিবাসী রমণীর গর্ব,প্রেমের আবেদন, কোমলতা ইত্যাদি গুণগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছে। সময়ের প্রেক্ষিতে বদলে যাওয়া আদিবাসি রমণীর মননশীলতার দিকটিও ফুটে উঠেছে ইমলীর মধ্য দিয়ে।

'নষ্টনারী' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে। গল্পে সাঁওতাল রমণীর ক্রুরতা ও নিষ্ঠুরতার ভয়ঙ্কর ছবি ফুটে উঠেছে। স্বভাব কোমল আদিবাসী নারীও যে স্বামীঘাতিনী ও প্রেমঘাতিনী হতে পারে তার প্রমান গল্পের ময়না চরিত্রটি। শান্ত কোমলস্বভাবময়ী নারী ময়না স্বামীর অবর্তমানে পরপুরুষের প্রেম করেছে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, এই খবর স্বামী জানতে পারলে তাকে কাটারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করেছে এবং খুনের দায় তুলে দিয়েছে প্রেমিক বধুনের হাতে। এই হত্যার দায় থেকে নিজেকে বাঁচাতে মিথ্যার পাহাড় রচনা করেছে ময়না। আসলে জীবনের মূল্যয় তার

কাছে বড় হয়ে উঠেছে। এই গল্পে যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের মতো আদিমজীবন ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পের ছায়াও লক্ষ্য করা যায়।

'সুর্মা' ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।এই গল্পে নিম্নবগীয় আদিবাসী সমাজের নৈতিক মুল্যবোধের ছবি সার্থক ভাবে বিকশিত হয়েছে। গল্পের মূল চরিত্র সুর্মা নিম্নবগীয় মদব্যবসায়ী পতিতা পল্লীর মেয়ে হয়েও আপন প্রণয়ীকে সে জীবন দিয়ে নিষ্ঠা সহকারে ভালোবেসেছে। প্রভূত ধনসম্পতির আহ্বান ত্যাগ করে দারিদ্র্যকে সাদরে বরন করে নিয়েছে দরিদ্র রতনকে বিয়ে করে। সুর্মার উক্তির মধ্য দিয়ে যা উপস্থাপিত

*"কিছু চাই না তোমার কাছে, ফিরে আসবোনাও না কোনদিন তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবো না।"*

রতনের অনুপস্থিতে অনাহারে সুর্মা রতনের বন্ধু গঙ্গাধরের গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু স্বামীর অবর্তমানে তার বন্ধু গঙ্গাধরের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেনি। তার পতিনিষ্ঠার কাছে গঙ্গাধর হেরে গেছে। যে পল্লীর মেয়েরা অর্থের বিনিময়ে পরপুরুষের কাছে শরীর সমর্পণ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না, সেই পল্লীর মেয়ে হয়েও পতিনিষ্ঠাই সচল থেকেছে। সেই কারণে কোটিপতি গঙ্গাধরের দেওয়া অলঙ্কারও গৌণ হয়ে গেছে। সুর্মার কাছে স্বামীই হয়েছে সকল অলঙ্কার।

*"দুঃখ কষ্টকে আমি ভয় পাই না। যত দুঃখই পাই, যত কষ্টই হোক তোমার সঙ্গে চলেছি, এই তো সবচেয়ে বড় সুখ।"*
*"আবার জীবন শুরু করবো আমরা,নতুন করে চেষ্টা করবো নিজের পায়ে দাঁড়াবার।"*

সুর্মার নিষ্কলঙ্ক পতিপ্রেম তাকে সমস্ত জাগতিক প্রেমের উর্দ্ধে তুলেছে। আধুনিক বিপর্যস্ত মূল্যবোধের মাঝে দাঁড়িয়ও সুর্মা মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়েছে। স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্ব দুই রুপের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে তার মধ্যে।

'মানুষে অমানুষে গল্প' গল্পটি ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।এখানে সাঁওতাল নারী টিকলির ছলনাময়ী চরিত্রের পরিচয় পাই। গল্পে দেখা যায় টিকলি মিথ্যেবাদী পুরুষ রিদে মণ্ডলের সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করে তাকে কাছে টানার চেষ্টা করে। কিন্তু টিকলির প্রেমিক তা দেখে ফেলায় তাকে তির বিঁধে মেরে ফেলার উদ্যোগ করে। প্রেমিকের এই কর্মে টিকলি উল্লসিত হয়। এখানে আদিবাসী রমণীর স্বভাবের কাঠিন্যের দিকটি যেমন ধরা পরেছে, তেমনি সতীত্বের দিকটিও ফুটে উঠেছে। আদিবাসী সমাজের রমনীর কাছে সতীত্বের মূল্য আজও কঠোর ভাবে বর্তমান।

'রেবেকা সোরেনের কবর' ১৩৬০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পে একজন সাঁওতাল নারীর অসহায় নির্মম জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। মাধো সোরেনের মেয়ে রূপমতী। তার অসাধারণ রূপ, শুধু রূপ নয় তার হাঁটা চলা, কথাবার্তা থেকে শুরু করে দৃষ্টি চাউনি সবকিছু পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রূপমতী ভালোবাসে লালোয়া কুরুখকে। যদিও খনি সাহেব ফার্নো হোয়াইটের বাউণ্ডুলে ছেলে ম্যাকুর সঙ্গে ভাব ছিল রূপমতীর যা সাঁওতাল সমাজ মেনে নিতে পারেনি। কেননা সাঁওতালরা মনে করে-

*"সাহেব ও আমাদের শত্রুরের জাত। চান্দো বোঙ্গা পাপের জল ছিটিয়ে দিয়েছে ওদের ওপর। ধর্ম নাই ওদের, তাই সাঁওতালদের ধর্ম নষ্ট করতে এসেছে ওরা।চান্দো বোঙ্গার কাছে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খিস্টেন করে দেয় ওরা।যেমন করছে ওই মরিয়ম, সেবাস্তিনিকে।"*

রূপমতীর ম্যাকুর সঙ্গে মেলামেশাকে সত্যিই মেনে নিতে পারেনি সাঁওতালরা। একসময় তাঁরা রূপমতীকে হত্যার পরিকল্পনা করে। প্রাণ বাঁচাতে ম্যাকুর কাছে আশ্রয় নেয় রূপমতী, এই ঘটনায় সমাজের শাস্তির খারা নেমে এল তার ওপর। বুড়া চুন্দু হাঁসদা পঞ্চায়েত ডাকলো। বিচারে রূপমতীর বিটলাহা হল।বিটলাহা হল সাঁওতাল সমাজের বিচার, চরমতম নিষ্ঠুর শাস্তি।যেখানে সাজাপ্রাপ্তকে শুধু সমাজচ্যুত করা হয় না,লুঠ করা হয় তার ইজ্জত।

গ্রামের কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সকলে মিলে ভোগ করে এবং মেরে ফেলে সাজাপ্রাপ্তকে।রূপমতীকে এই ভয়ানক শাস্তি থেকে উদ্ধার করে ম্যাকুর সাহেব। রূপমতী কৃতজ্ঞতায় ভালোবেসে ফেলে ম্যাকুকে, এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ধর্মান্তরিত রূপমতীর নতুন পরিচয় হয় রেবেকা ফার্নো হোয়াইট। ম্যাকু সাহেবের ধরণী রূপে রূপমতীর জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।গর্বিত রেবেকা সুখী রঙ্গিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখল, কিন্তু রুপমতীর ভাগ্যে এই সুখ সইল না বেশিদিন। দুর্নীতি প্রমাণে চাকরি হারাতে হল ফার্নো হোয়াইটকে।পিতার বিপন্নতার সাথে বেকার ছেলে ম্যাকু প্রমাদ গুনলেন। পিতার পরামর্শ মতো ম্যাকু ব্যাঙ্গালরে চলে গেলেন, রূপমতী কে নিয়ে যাওয়ার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন। আর রূপমতী অর্ধাহারে অনাহারে ম্যাকুর সন্তানকে নিয়ে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় দিন গুনতে লাগলো। ম্যাকু আর ফিরে এল না। প্রাক্তন প্রেমিক লালোয়া বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেও রূপমতী তা ফিরিয়ে দেয়। মিথ্যাগর্বকে আঁকরে ধরে সোনামিরুকে বলেছে

*"আমার না ম্যাকু সাহেবের সাথে বিয়া হইয়াছে ম্যাকু সাহেবের ইজ্জত খতম করছোস তুরা।"*

এই ভাবে মিথ্যা গর্বকে আশ্রয় করে দিন গুনতে গুনতে এক সময় রূপমতীর মৃত্যু ঘটে। গল্পে লেখক একজন নারীর চরম পরিণতি অঙ্কন করেছেন। বলা যায় রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পে যুগ ও জীবনের অনিবার্যতায় তাঁর নারী চরিত্রের স্বরূপ গড়ে উঠেছে। তিনি চরিত্র ভাবনার ক্ষেত্রে যেমন বাস্তবতা ও সমাজকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তেমনি ব্যক্তি ও মনস্তাত্ত্বিক ভেদাভেদকেও প্রাধান্য দিয়েছেন।ফলে তাঁর নারী চরিত্র বিশ্লেষণের মূল বিষয় নারী মনস্তত্ত্বের নিরবছিন্ন অন্বেষণ। নিখুঁত ও বাস্তব মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও যুগের সাপেক্ষে গড়ে তোলার ফলেই তাঁর নারী চরিত্রগুলি অনন্য হয়ে উঠেছে,এবং হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র।

**উল্লেখসূত্র :**

(১) চৌধুরী রমাপদ, উদয়াস্ত, গল্প সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৬৪ পৃ. ১
(২) তদেব, পৃ. ৪
(৩) তদেব, বনবাতাস, পৃ. ১৯
(৪) তদেব, বনবাতাস, পৃ. ২০
(৫) তদেব, বনবাতাস, পৃ. ২৪
(৬) তদেব, বনবাতাস, পৃ. ৩০
(৭) তদেব, শিশুমেধ, পৃ. ৫৩
(৮) তদেব, স্বর্ণমারীচ, পৃ. ৮৯
(৯) তদেব, আতসী উজ্জ্বল,পৃ. ৯৭
(১০) তদেব, অঙ্গপালি, পৃ. ১১২
(১১) তদেব, যুবতী ধরম, পৃ. ৩১১
(১৪) তদেব, যুবতী ধরম, পৃ. ৩১০
(১৫) তদেব, লাটুয়া ওঝার কাহিনী, পৃ. ২৪৩
(১৬) তদেব, সুর্মা, পৃ. ৩৬৩
(১৭) তদেব, সুর্মা, পৃ. ৩৬৪
(১৮) তদেব, সুর্মা, পৃ. ৩৬৯
(১৯) তদেব, রেবেকা সোরেনের কবর, পৃ. ২৭৫
(২০) তদেব, রেবেকা সোরেনের কবর, পৃ. ২৮২
(২১) চৌধুরী রমাপদ, প্রসঙ্গ কথা, গল্প সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৬৪ পৃ. ৮৭৩

**সহায়কপঞ্জি :**

(১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ধারা, মহাজাতি প্রকাশন, কলকাতা ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।
(২) শম্পা চৌধুরী, রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প,- সময় যেখানে নায়ক, এবং মুশায়েরা, কলকাতা ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।
(৩) শম্পা চৌধুরী, ছোটগল্পের অন্তর্মহল, রত্নাবলী, কলকাতা ২০০৯।
(৪) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮২।
(৫) বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ১৯৮৫।
(৬) সরোজমোহন মিত্র (সম্পাদিত), স্বাধীনতা প্রাক ও উত্তরের বাংলা ছোটোগল্প বিচিত্রা মননে ও বিশ্লেষণে, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা ২০০৮।